সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ভাবনা

জনগণনায় ভারতীয় সুন্দরবন ০৭

জনভারে বিপন্ন মানুষ, প্রকৃতি ঃ সৌমেন দত্ত। ১৯

ধারাবাহিক

আমার জীবন আমার সুন্দরবন ঃ তুষার কাঞ্জিলাল। ২৪

সুন্দরবনের জার্নাল ঃ প্রণবেশ স্যান্যাল। ২৩

সাক্ষাৎকার ঃ অধ্যাপক অমলেশ চৌধুরী। ২৬

সত্যি জলদস্যুর সন্ধানে সুন্দরবনে ঃ রূপক সাহা। ২৮

Download
Full Edition
at
Rs. 50/-
only

বিশেষ রচনা

বঙ্কিমচন্দ্র, সুন্দরবন ও একটি বাংলা উপন্যাস ঃ কল্যাণী ভট্টাচার্য। ৩৩

গোসাবার আঞ্চলিক ইতিহাস (প্রথম পর্ব) ঃ কানাইলাল সরকার। ৩৬

এছাড়া

স্মরণ ঃ কুমুদরঞ্জন নস্কর। ৪২

ভালো নেই সুন্দরবনের শিশুরা ঃ শিবাজী বোস। ৩২

নিয়মিত বিভাগ

পাঠকের চোখে ০৫

সুন্দরবন ঘটনাপঞ্জি ৪৪

নামাঙ্কন ঃ দেবব্রত ঘোষ

প্রচ্ছদ ঃ প্রসেনজিৎ কোলে

সূচিপত্রের ছবি ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

এক ঝলকে গত তিনটি জনগণনায় ভারতীয় সুন্দরবন

	১৯৯১	২০০১	২০১১
মোট জনসংখ্যা	৩১৫৪৮৯০	৩৭৫৭৩৫৬	৪৪২৬২৫৯
পুরুষ	১৬২৪৪৩২	১৯৩২৪০১	২২৬৪১৩৩
মহিলা	১৫৩০৪৫৮	১৮২৪৯৫৫	২১৬২১২৬
পুরুষ (শতাংশ)	৫১.৪৯	৫১.৪৩	৫১.১৫
মহিলা (শতাংশ)	৪৮.৫১	৪৮.৫৭	৪৮.৮৫
তপশিলি জাতিভুক্ত	১২৭৭৩৬৭	১৩৯৬৬৪৮	১৫৭৩৮৫৯
তপশিলি উপজাতিভুক্ত	১৫৯০৮৪	১৮০৪২৯	২১১৯২৭
তপশিলি জাতিভুক্ত (শতাংশ)	৪০.৪৯	৩৭.১৭	৩৫.৫৮
তপশিলি উপজাতিভুক্ত (শতাংশ)	৫.০৪	৫.২২	৪.৭৯
সাক্ষর (মোট)	১২০৭৭৯৪	২০২৮২০৮	২৮৪৬০৬১
সাক্ষর (পুরুষ)	৮১৭৬৯২	১২২৮৫১৮	১৫৯২২২৭
সাক্ষর (মহিলা)	৩৯০১০২	৭৯৯৬৯০	১২৫৩৮৪৩
সাক্ষরতার হার	৩৮.২৮	৫৩.৯৮	৬৪.৩০
পুরুষ সাক্ষরতার হার	৫০.৩৪	৬৩.৫৭	৭০.৩২
মহিলা সাক্ষরতার হার	২৫.৪৯	৪৩.৮২	৫৭.৯৯
মোট কর্মরত জনসংখ্যা	৮৪২৪২৯	১৩০২৯১৯	১৬২৪৩৩
মোট কর্মরত পুরুষ	৭৯২১০৭	১০০৯১৬৬	১২৬৮০৯২
মোট কর্মরত মহিলা	৫০৩২২	২৯৩৭৫৩	৩৯৪৩৪১

ছবি ঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী

গত তিনটি জনগণনায় সুন্দরবনের জনবসতির জাতিভিত্তিক বিভাজন

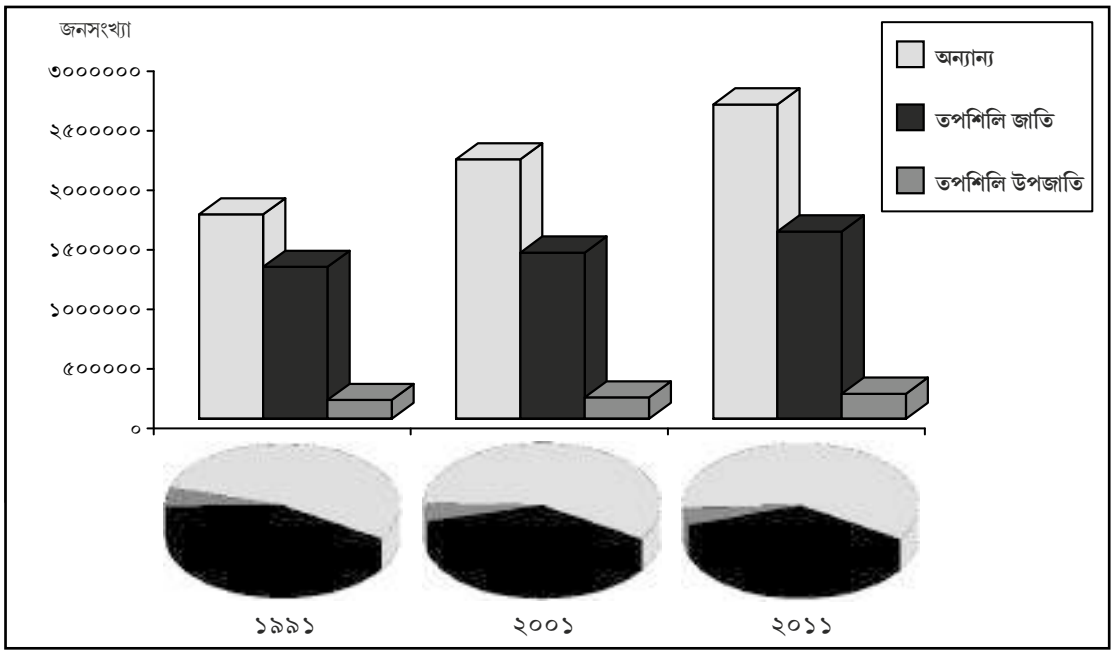

গত তিনটি জনগণনায় সুন্দরবনের জনবসতির সাক্ষরতার হার

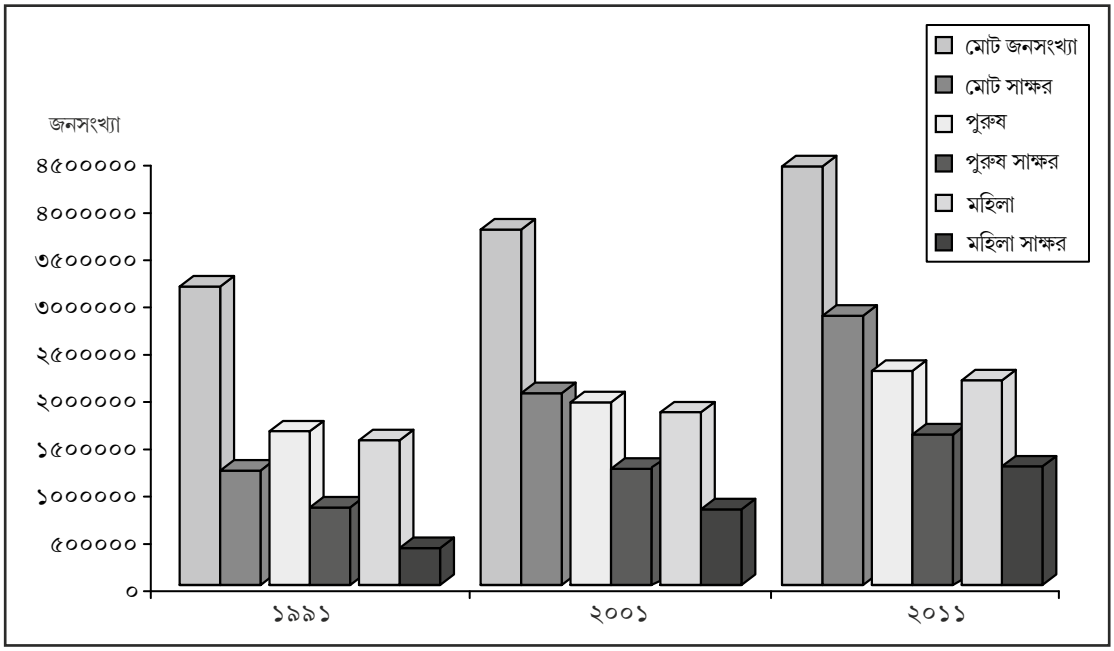

যন্ত্রচিত্রণ ঃ শুভদীপ অধিকারী ও সমীরণ ঘোষ।

সুন্দরবন ঃ ব্লক ভিত্তিক সাক্ষরতার হারের পার্থক্য ১৯৯১-২০১১

জেলা	ব্লকের নাম	সাল	সাক্ষরতার হার (শতাংশ)			পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা	ক্যানিং - ১	২০১১	৬৬.৮	৫৩.৯	৬০.৫	১২.৯
		২০০১	৭২.৬	৪৭.৮	৬০.৫	২৪.৮
		১৯৯১	৫৯.২১	২৫.৩৮	৪২.৮১	৩৩.৮৩
	ক্যানিং -২	২০১১	৬০.৬	৪৯.৪	৫৫.১	১১.২
		২০০১	৬৩.৭	৪০.৪	৫২.৪	২৩.৩
		১৯৯১	৪৮.২৫	১৭.৬	৩৩.৩২	৩০.৬৫
	মথুরাপুর - ১	২০১১	৬৯.২	৫৭.২	৬৩.৪	১২
		২০০১	৭৭.৪	৫২.৫	৬৫.৪	২৪.৯
		১৯৯১	৬৮.৪২	৩৩.৯৩	৫১.৭৯	৩৪.৪৯
	মথুরাপুর - ২	২০১১	৭৪.৯	৬১.৬	৬৮.৫	১৩.৩
		২০০১	৮০.৬	৫৪.৯	৬৮.২	২৫.৭
		১৯৯১	৬৯.৪৪	৩৪.৬৭	৫২.৮৭	৩৪.৭৭
	জয়নগর - ১	২০১১	৬৯.১	৫৬.৮	৬৩.১	১২.৩
		২০০১	৭৭.১	৫৩.৬	৬৫.৮	২৩.৫
		১৯৯১	৬৬.৭৮	৩৪.৩৫	৫১.২৬	৩২.৪৩
	জয়নগর - ২	২০১১	৬৫.৭	৫২	৫৯	১৩.৭
		২০০১	৭২.১	৪৫.৪	৫৯.২	২৬.৭
		১৯৯১	৫৯.৪৪	২২.৮	৪১.৮১	৩৬.৬৪
	গোসাবা	২০১১	৭৬.৮	৬৩.১	৭০.১	১৩.৭
		২০০১	৮০.৭	৫৬.৬	৬৮.৯	২৪.১
		১৯৯১	৬৭.৬৯	৩৮.৪৭	৫৩.৬১	২৯.২২
	বাসন্তী	২০১১	৬৪.৪	৫১.৫	৫৮	১২.৯
		২০০১	৬৯	৪৪.৩	৫৭	২৪.৭
		১৯৯১	৫৪.৬৩	২৪.১৩	৩৯.৮৮	৩০.৫
	কুলতলী	২০১১	৬৬.৯	৪৯.৮	৫৮.৫	১৭.১
		২০০১	৭৪.৫	৪৪.৬	৬০.১	২৯.৯
		১৯৯১	৫৮.৯৩	২২.০১	৪১.১৬	৩৬.৯২
	কাকদ্বীপ	২০১১	৭৪.১	৬২.৪	৬৮.৩	১১.৭
		২০০১	৮১.৪	৫৯.১	৭০.৫	২২.৩
		১৯৯১	৬৭.২২	৩৬.১৪	৫২.১৪	৩১.০৮

চলছে ...

আমার জীবন আমার সুন্দরবন

ধারাবাহিক আত্মকথা

তুষার কাঞ্জিলাল

ছবি ঃ সৌমেন দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আজ যখন বার্ধক্য এবং অসুস্থতার কারণে সুন্দরবনের বাইরে থাকি, আমার প্রায় পঞ্চাশ বছরের ফেলে আসা শহরে চরম কোলাহল ক্লিষ্ট অমানবিক মুখ এবং মুখোশের অধিকারীদের মধ্যে বাস করি তখন হৃদয় থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত কোন না কোন নালা পথ ধরে বোধ হয় সুন্দরবনে পৌঁছায়।

বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরবন ও একটি বাংলা উপন্যাস

কল্যাণী ভট্টাচার্য্য

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির জীবনে এক স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব লগ্নে তিনি বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন একের পর এক বাংলা উপন্যাস। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে তিনি বাঙালির সামনে এক নূতন চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। মননঋদ্ধ এই প্রবন্ধগুলি আজও পাঠককে সমৃদ্ধ করে।

অল্প বয়সেই বঙ্কিম ইংরাজদের অধীনে চাকুরী গ্রহন করেন। ১৮৫৮ সালের ৬ই আগষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর কর্তৃক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে নিয়োগপত্র লাভ করেছিলেন। চাকুরী উপলক্ষ্যে তাকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়েছে। যশোর জেলার ঝিনাইদহ, নেগুয়া (বর্তমান মেদিনীপুরের কাঁথি) খুলনা, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, আলিপুর, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা, যাজপুর (কটক), ভদ্রক (বালেশ্বর) ইত্যাদি জায়গায় তাকে পাঠান হয়েছে। ১৮৯১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি অবসর গ্রহন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আজ আর খুব সহজ ব্যাপার নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ডায়েরী লেখার অভ্যাস ছিল না। তা ছাড়া বঙ্কিমের কাল এখন বহুদূর আতীত। সমসাময়িক যারা স্মৃতিচারণা করেছেন তাদের লেখা থেকে এবং সরকারী নথিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। এই সব তথ্য থেকে জানা যায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তারিখে তিনি খুলনায় বদলি হয়ে আসেন। ১৭ ই নভেম্বর ১৮৬০ 'The Calcutta gazette' এ লেখা দেখতে পাওয়া যায় ঃ The 9th November 1860 – Baboo Bankim chunder Chatterjee B.A. Dy Magistrate and Dy Collector, to the charge of the sub division of Khoolnach, full and to exercise the powers of a Magistrate in Jessore."

খুলনায় এসে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়লেন। ওই অঞ্চলে তখন মরেল নামে এক অত্যাচারী সাহেব ছিলেন। তিনি নিজের নামে তার এলাকার নামকরন করেছিলেন মরেলগঞ্জ। মরেল সাহেব ছিলেন সেখানকার সর্বময় কর্তা। তার অধীনে ছিল লাঠিয়াল সৈন্য। শুধু লাঠিয়াল সৈন্য নয় এরা বন্দুকও ব্যবহার করত। মরেলগঞ্জে মরেল সাহেব নিজের কোর্ট-কাছারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডেনিস হিলি নামে এক সাহেব ছিলেন মরেলের সৈন্যদের কর্তা। অবিভক্ত বাংলার এই অঞ্চল ছিল সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। মরেলগঞ্জ বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাভুক্ত। বঙ্কিম দেখলেন মরেল দোর্দন্ডপ্রতাপ। বঙ্কিম খুলনায় আসার একবছরের মধ্যে মরেল দাঙ্গা বাধালেন। বঙ্কিম জীবনী রচয়িতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় Friend of India নামক কাগজ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, "In November 1861, an affray took place at Surulia, a village in the Sunder buns between a Zaminder and a party belonging to Mr. Morell, an enterprising landlord in the vicinity. Such affrays have been only too common, and Mr. Morell having applied in vain for the protection of the police, was obliged to protect himself ... This last affrary was headed by a Mr. Hely and by a Native.

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খুলনায় তখন মরেলের অত্যাচার চরমে ওঠে। মরেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামের লোকেরা রহিমুল্লার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ শুরু করে। মরেল হিলি সাহেবকে অধ্যক্ষ করে বারোটি নৌকোয় তিনশো সৈন্যকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠায়। সৈন্যরা সারা রাত ধরে আগুন জ্বালিয়ে, খুন, জখম শুরু করল। রহিমুল্লা লাঠি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। জনশ্রুতি যে, হিলি সাহেবের বন্দুকের গুলিতে রহিমুল্লা আহত হয়ে পালাতে যান, কিন্তু পালানো হ'ল না। বন্দুকের গুলিতে তিনি প্রাণ হারালেন। রহিম মারা গেলে গ্রামবাসীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্র ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন, তিনি তদন্ত করতে গেলেন

কুমুদরঞ্জন নস্কর

(১০-০৩-১৯৪৯ – ০৫-০৮-২০১৩)

পত্রিকা শুরুর সময় থেকেই তাঁর সাথে ছিল আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। সুচিন্তিত উপদেশ ও আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি প্রথম দিন থেকেই। বেশ কয়েকটি সেমিনারে নিজে থেকেই ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছেন। নিজের উদ্যোগে পালিত 'সুন্দরবন দিবস'-এ আমাদের পত্রিকা প্রচারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বারুইপুরে তাঁর পড়ার ঘরে বেশ কিছু মধুর সময় কাটিয়েছি। বাড়ির সামনের বিশাল সুন্দরী গাছের তিনটি ফল হাতে দিয়ে বলেছিলেন বাড়িতে লাগাতে। হুগলীর গ্রামের বাড়িতে কি আর সুন্দরী গাছ হবে স্যার - এই প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে বলেছিলেন, ভালোবাসা থাকলে নিশ্চই হবে। আমাদের গুড়াপের বাড়ির বাগানে একটি সুন্দরী গাছ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, শুধু স্যারই হঠাৎ চলে গেলেন। - সম্পাদক

সুন্দরবনের বাঘ

কুমুদ রঞ্জন নস্কর

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কুমুদরঞ্জন নস্করের অপ্রকাশিত বই 'পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র' থেকে সামান্য অংশ শ্রাদ্ধার্ঘ্য হিসাবে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল।

সুন্দরবনের বাঘ কেন 'রয়েল বেঙ্গল' নামে খ্যাত (রাজকীয় বাংলার বাঘ) সে সম্বন্ধে অনেক মতবাদ আছে। ইংলন্ডের রাণীর ছেলের রয়েল ভ্রমণ ও বাঘ শিকারকে স্মরণীয় করার জন্য 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' নামে সুন্দরবনের বাঘকে ভূষিত করা হয়েছে অথবা এই বাঘের দুর্দান্তপনা ও সাহসের জন্য ইংরেজ রাজ তাকে 'রয়েল' আখ্যা দিয়েছিলেন বলে অনেকের ধারণা। সে যাই হোক সুন্দরবনের বাঘ রয়েল বলে, বিশ্বখ্যাত। এই রয়েল বেঙ্গলের নামের সাথে সুন্দরবনের নাম অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। সুন্দরবনকে রয়েল বেঙ্গল ছাড়া ভাবাই যায় না; রয়েল বেঙ্গল ছাড়া সুন্দরবনের অস্তিত্ব বাঁচানো সম্ভব নয়; তাই রয়েল বেঙ্গলের সংরক্ষণের মাধমে সুন্দরবনের সংরক্ষণ এবং সেই জন্য সুন্দরবনে ব্যাঘ্র প্রকল্প অত্যন্ত জরুরী।

সুন্দরবনাঞ্চলে সাধারণত জুন-আগষ্ট মাসে লোকলয়ে বাঘের উৎপাতের খবর পাওয়া যায়। তবে বছরের অন্য সময়েও লোকালয়ে বাঘ ঢোকার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। লোকালয়ে বাঘের উৎপাত ঠেকাতে বনবিভাগ ও ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বনাঞ্চলের ধারে ধারে কাঁটা তার, গাছের বেড়া কিংবা নাইলনের মোটা জাল দিয়ে অথবা নগ্ন বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দিয়ে, প্রখর প্রহরা কিংবা বাজি পটকা ফাটিয়ে বন থেকে লোকালয়ে বাঘকে ঢোকা আটকানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এইসব নিয়ন্ত্রণ বা লোকালয়ে বাঘ ঢোকার প্রতিরোধ অনেক সময় তেমন কার্যকরী হয়নি। ফলে বনে তো বটেই লোকালয়েও কখনো কখনো বাঘের আক্রমণে জীবজন্তুর মৃত্যু সুন্দরবনাঞ্চলে নতুন ঘটনা নয়। ফলে বন সংলগ্ন লোকালয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে সুন্দরবনের মানুষ বসবাস করে-আর তাদের অনেকেরই প্রশ্ন 'মানুষের জীবন না বাঘের জীবন, মূল্য কার বেশি'? স্থানীয় মানুষকে বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব সঠিক ভাবে না বোঝাতে পারলে বাঘ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সফল হবে না।